যুগান্তর

তারিখ 25 · MAY · 2015
পৃ ৫ কলাম ২

মো. সিদ্দিকুর রহমান

প্রাথমিক শিক্ষা হোক মৌলিক অধিকার

দেশের নাগরিকদের উন্নত বিশ্বের নাগরিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার ঘোষণা শুধুই স্লোগানসর্বস্ব। দেশকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে শিক্ষার বিকল্প নেই। এই মহাসত্যটি অনুধাবন করে সর্বাগ্রে তৃণমূলের প্রাথমিক শিক্ষার সব দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে শিগগিরই মৌলিক চাহিদার পরিবর্তে মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদানে সরকারের মধ্যে উপলব্ধিবোধ জাগ্রত করার জন্য সুশীলসমাজ, রাজনীতিক ও শিক্ষক সমাজের প্রতি আহ্বান জানাই।

শিক্ষা পরিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। শিক্ষা মানুষের মন-মানসিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যাস ও চরিত্র সুন্দর করে ভালো সমাজ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধান মাপকাঠি হচ্ছে শিক্ষা। অর্থাৎ শিক্ষার প্রসার শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনেই নয়— বরং সামাজিক ন্যায্যতা, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং নারী-পুরুষ সমতার ওপরও প্রভাব ফেলে। শিক্ষা যেমন একটি অধিকার তেমনি এটি অন্যান্য অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রেও মানুষকে সক্ষম করে তোলে। শিক্ষা ছাড়া মানুষ সেই সব মূল্যবান বৃত্তি অর্জন করতে পারে না, যা তার বেঁচে থাকার জন্য দরকার। যদি মানুষের শিক্ষায় সহজগম্যতা থাকে, তাহলে সে সামর্থ্য, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে পারে, যার মাধ্যমে অন্যান্য অধিকার আদায়ও নিশ্চিত করা যায়। শিক্ষা মানুষকে সেগুলো জানার ও বিশ্লেষণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। শিক্ষা মানুষের মধ্যে তাদের ন্যায্য অধিকার দাবি করার দক্ষতা, সক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে। যার ফলে তারা বিভিন্ন ফোরামে দরকষাকষির মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায় করতে পারে।

শিক্ষার অধিকার পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হলে জনসাধারণের অন্যান্য অধিকার আদায়ের পথ সুগম হবে। অথচ স্বাধীনতার দীর্ঘ সময়ের পরও আমাদের সংবিধানে শিক্ষা মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষাকে মৌলিক নীতিমালা হিসেবে দেয়া হয়েছে। এগুলো সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার দিকনির্দেশনা দেয়। শিক্ষা মৌলিক অধিকার না হওয়ার কারণে মৌলিক নীতিমালা লংঘনের দায়ে রাষ্ট্র বা সরকারকে আইনত বাধ্য করা যায় না বা তার বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ অর্থাৎ হেফাজত করার দায়িত্ব সুপ্রিমকোর্টের, যা সংবিধানে ৪৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এবং এই মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ১০২ (১) বিধান মোতাবেক সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে মামলা করতে পারবে।

আইনগত অধিকার না থাকায়, বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে, সাধারণ মানুষের সন্তানদের শিক্ষার অধিকার অর্জনে ব্যক্তিবিশেষের বা রাষ্ট্রের করুণার ওপর নির্ভর করতে হয়। এটি কাম্য নয়। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বুনিয়াদি শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা-পরবর্তী শিক্ষা জীবনের ভিত্তিভূমি রচনা করে। শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারি উদ্যোগ এবং পর্যাপ্ত সমর্থন না থাকায় হতদরিদ্ররা সর্বদাই বঞ্চিত হয়। আজও আমাদের শিক্ষার অধিকারের দাবি আদায়ের জন্য নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। এটি দুঃখজনক।

বিভিন্ন স্থাপনার ভিত দুর্বল হলে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা ভূমিকম্পে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা তথা রাষ্ট্রের অপরিসীম ক্ষতি হয়, তেমনি প্রাথমিক শিক্ষা তথা শিক্ষার মূল ভিত নড়বড়ে থাকলে বা মজবুত না হলে পরবর্তী শিক্ষাস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তথা জাতির কাঙ্ক্ষিত উন্নতি ব্যাহত হয়। ভূমিকম্পের ক্ষতিরোধ করার জন্য যেমন বিল্ডিং কোড মেনে কাজ করতে হবে, তদ্রূপ প্রাথমিক শিক্ষায় মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে এর ভিতকে মজবুত করতে হবে। শিক্ষার ব্যাপক উন্নয়ন সত্ত্বেও আজও গাছতলায় বা খোলা আকাশের নিচে বসে পাঠদান, শিক্ষক স্বল্পতা, প্রধান শিক্ষকের পদশূন্য থাকা— এ রকম বিরাজমান বহুবিধ সমস্যার সমাধান মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছরেও সম্ভব হয় না। যার ফলে পথে পথে হোঁচট খায় প্রাথমিক শিক্ষা। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ধরে প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যাশিত ফল আজও পাওয়া যায়নি।

শিক্ষা জাতির উন্নতির প্রধান সোপান। অথচ মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি না থাকায় এ খাতে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে দেখা যায় অপরিসীম কৃপণতা। আমাদের সমাজে অভাবী জনসাধারণের সংসারে যেমনটি দেখা যায়— চাল আনলে লবণ থাকে না, লবণ আনলে তেল থাকে না, অভাব লেগেই থাকে— দেশের শিক্ষাব্যবস্থাও তদ্রূপ, একটা না একটা অভাবের মাঝে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশে আমরা বসবাস করছি। ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত এবং অসংখ্য মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এ স্বাধীনতা। এই বীরের জাতির শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি রাষ্ট্রীয় সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত। বাংলাদেশের স্বপ্ন হোক প্রতিটি শিশু, নর-নারী নির্বিশেষে সবার জন্য গুণগত মানসম্পন্ন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষার অধিকার।

আমাদের দেশের সরকার, রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষা নিয়ে আমাদের স্বপ্ন দেখায় যে, স্বপ্ন পূরণের বেলায় তারা যতটুকু দেবে ততটুকুকেই অধিকার হিসেবে মেনে নিতে হবে। এ মেনে নেয়ার সংস্কৃতিতে দেশের নাগরিকদের উন্নত বিশ্বের নাগরিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার ঘোষণা শুধুই স্লোগানসর্বস্ব। দেশকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে শিক্ষার বিকল্প নেই। এই মহাসত্যটি অনুধাবন করে সর্বাগ্রে তৃণমূলের প্রাথমিক শিক্ষার সব দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে শিগগিরই মৌলিক চাহিদার পরিবর্তে মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদানে সরকারের মধ্যে উপলব্ধিবোধ জাগ্রত করার জন্য সুশীলসমাজ, রাজনীতিক ও শিক্ষক সমাজের প্রতি আহ্বান জানাই।

মো: সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*